

৩

বাংলায় তৃণমূল বলে কিছুই নেই: অর্জুন সিং

কলকাতা ২৬ অক্টোবর ২০২৬ ৮ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১৩৩ সংখ্যা ৮ পাঠা ৩.০০ টাকা

Kolkata 26.10.2026, Vol. 20 Issue No. 133, 8 Pages, Price 3.00

‘যো’ইন ক্যানভাস, চিরঘুমে চিত্রকর



নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশিষ্ট শিল্পী ও প্রাক্তন রাজসভা সাংসদ যোগেন চৌধুরী আর নেই। রবিবার সকালে কলকাতার ইএম বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। বহুরথানেক আগে ব্রাড ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া এই কালজয়ী শিল্পীর প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিল্প ও রাজনৈতিক মহলে। পারিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়, গত ১৪ মাসে বেশ কয়েকবার কেমোথেরাপির ধকল সনাক্ত হতেছিল তাঁকে। সম্প্রতি তাঁর শরীরে নতুন করে সংক্রমণ দেখা দেওয়ায় শনিবার দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুরের একটি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মৃতদেহের সংক্রমণের কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে। হাসপাতালে শিল্পীর চিকিৎসকরা জানান, শরীরের পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের সম্মতি নিয়ে শনিবারই শিল্পীকে সেন্ট্রালেশন সার্পোর্টে রাখা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের সন্দেহের সন্ধানটি নিয়ে শনিবারই শিল্পীকে সেন্ট্রালেশন সার্পোর্টে রাখা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবার সকালে বিদায় নেন এই মহান শিল্পী। ১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরের দাহারপাড়া গ্রামে এক জমিদার পরিবারে যোগেন চৌধুরীর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন শিল্পানুরাগী এবং মা আলপনা আঁকায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। শৈশবের সেই পারিবারিক পরিবেশই তাঁর মনের ভেতরে ছবি আঁকার বীজ তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালে দেশভাগের পর সরিষাবেরে কলকাতায় চলে আসেন তিনি। এই শহরেই শুরু হয় তাঁর প্রকৃত শিল্পশিক্ষা। ১৯৫৫ সালে তিনি কলকাতার জর্নালিস্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড গ্রাফিক্সে ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। হাওড়া জেলায় শিল্পের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও, তাঁর মেধা তাকে বেশিদিন এক জায়গায় আটকে রাখেনি। ১৯৬৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিসে যান যোগেনবাবু। এরপর দেশে ফিরে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনের আর্ট গ্যালারির কিউরেটর হিসেবেও এক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলান।

ফিরছে পাশ-ফেল? ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর আড়ম্বর নয়, শিল্পের বাস্তবায়নের বার্তা লক্ষ্মীপুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্কুলশিক্ষায় ফের পাশ-ফেল প্রথা চালু করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এ বিষয়ে সিলেবাস কমিটির সুপারিশই মেনে চলবে রাজ্য সরকার। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি পক্ষে পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালুর পক্ষেই মত দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট হাতে এলেই সরকার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে রাজ্যে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সরকার পরিবর্তনের পর ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) চালু হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন সিলেবাসও কার্যকর হওয়ার কথা। সেই প্রেক্ষাপটে পাশ-ফেল প্রথা ফেরার সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে।

শিক্ষাব্যবহার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে



উত্তমকুমারের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী।

তোলার উপরও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রস্তাব, প্রতি বছর স্কুলে অন্তত তিন দিন বিতর্ক, কুইজ এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মতো কর্মসূচি আয়োজন করা উচিত। পাশাপাশি ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস যথাযথ ভাবে পড়ানো, এবং স্কুলগুলিতে ব্রতচারী, এনএসএস ও এনসিসি কার্যক্রম

পুনরায় চালুর পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের (বিজিবিএস) নামে অতীতে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও রাজ্যে শিল্প গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কোজগুরী লক্ষীপুজোর দিন পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে তিনি

দাবি করেন, বর্তমান সরকার শিল্পায়নকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করছে এবং প্রতি মাসেই নতুন শিল্প প্রকল্পের সূচনা হবে।

চোরবাগান সর্বজনীন পদপিষ্টের ঘটনায় নিহত রামনগরের বাসিন্দা কল্পনা জানান পরিবারের সঙ্গে দেখা করে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়ার পর সাংবাদিকদের

সফটওয়্যার ‘ট্রেড সিক্রেট’, আরটিআই-জবাব কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: ভোটারতালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) সময় ক্রটি ধরার জন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছিল, তা জানাতে অস্বীকার করল নির্বাচন কমিশন। এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে কমিশন জানিয়েছে, এই তথ্য ‘বাণিজ্যিক ভাবে গোপন (ট্রেড সিক্রেট) এবং মেধাস্বত্ব বিষয়ক’। কমিশনের দাবি, আরটিআই আইনের ৮(১)(ডি) ধারা অনুযায়ী, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা, ট্রেড সিক্রেট বা মেধাস্বত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নিষিদ্ধ তথ্য প্রকাশ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তবে তারা জানিয়েছে, এসআইআরের কাজের জন্য নতুন কোনও সফটওয়্যার তৈরি করা হয়নি।

তেলেঙ্গানার করিমনগরের সমাজসেনিক এমএ মৃজিব আব্বাস আরটিআই আইনে আবেদন করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ভোটার তালিকায় ক্রটি, অসঙ্গতি ধরার জন্য কোন সফটওয়্যারের কোন সংস্করণ, অ্যাপ্লিকেশন বা এআই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছিল? সেই সিস্টেম কি নিজে থেকেই যাচাই, সংশোধন, নাম অপসারণের জন্য ক্রটি শনাক্ত করে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের সহায়তা কি নেওয়া হয়েছিল? সফটওয়্যার কি নিজে থেকেই নাম মুছে ফেলে? করা পর্যালোচনা করেছিল?

১৬ অক্টোবর আয়ুবের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল কমিশন। এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মাঝেই তারা জানান, ওই কাজের জন্য আলাদা ভাবে কোনও সফটওয়্যার

তৈরি করা হয়নি। তালিকায় ভোটারের নাম সংযোজন বা বাদ দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইআরও ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার। তারা নথি এবং তথ্যের ভিত্তিতেই সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিশনের প্যানেলের কথায়, ‘সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ইআরও সেই এলাকার ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং সংশোধনের জন্য দায়বদ্ধ’।

আয়ুবের প্রথম প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কমিশন আরটিআই আইনের ৮(১)(ডি) ধারার কথা উল্লেখ করেছে। সেই আইন অনুসারে, বাণিজ্যের গোপন কোনও তথ্য বা মেধাস্বত্ব বিষয়ক তথ্য, যা তৃতীয় পক্ষকে প্রতিযোগিতায় দিচ্ছেন ফলেতে পারে, তা প্রকাশ করা যাবে না।

এসআইআর

কমিশন জানিয়েছে, স্বয়ংক্রিয় ভাবে ক্রটি শনাক্ত করা, এআই বা মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহার এবং ভুল শনাক্তকরণ ঠেকানোর সুরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আবেদনকারীর প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যা চাওয়ার সমতুল্য। কমিশনের মতে, আরটিআই আইনের ২(৫) ধারায় এ ধরনের ব্যাখ্যা চাওয়ার বিষয়টি ‘তথ্য’ হিসেবে গণ্য হয় না।

আবেদনকারী প্রশ্ন করেছিল, ভোটারের তথ্য, তালিকার ক্রটিগুলি পর্যালোচনা করেছিল কে? এই প্রশ্নের জবাবে কমিশন জানান, আরটিআই আইনের ৮(১)(জি) ধারা অনুসারে, কোনও তথ্য প্রকাশ করলে কারও জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদ হতে পারে, তা হলে তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা যায়। ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব

আইনের ১৩বি(১) এবং ১৩বি(২) ধারা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ইআরও সেই এলাকার ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং সংশোধনের জন্য দায়বদ্ধ।

এক দিনেকের ২৫ সেপ্টেম্বরের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিংহ ঋণ্ডু ও বিবেক জোশী ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে অন্তত ১৪ বার কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিয়ে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁদের আপত্তির মধ্যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভোটার তথ্যের সফটওয়্যারে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ও ছিল। এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরে শুরু হয় বিতর্ক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইন্তহা দাবি করে পথে নামে বিরোধী দলগুলি এবং ককরোচ জনতা পাঁচি। তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিট আবেদনও জমা পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাব চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছেন রাজ্যেরাই প্রাক্তন নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) তথা প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার। দুদফায় যাচাই পেরিয়ে মিতারবিভাগীয় আধিকারিকদের মাধ্যমে যারা ভোটার তালিকায় ফেরার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবার প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার জন্য কমিশনের তরফেই কোন নিয়মে আবেদন করা হল, সেই গুরুতর প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

পেটব্যথায় ভর্তি হয়ে মৃত বালক, উত্তপ্ত মেডিক্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামান্য পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ১১ বছরের এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। আর এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পরিবারের অভিযোগ, ভুল ইঞ্জেকশন ও ভুল চিকিৎসার ফলেই মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালকের। ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। বিক্ষুব্ধ পরিজনদের সঙ্গে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্মীদের ধর্মান্তি ও হাতাহাতি বেঁধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কয়েকজনকে আটক করে প্রিজন্ড ভ্যানে তোলে পুলিশ।

রবিবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাউসে। মৃত শিশুর নাম পবন যাদব (১১)। তার বাড়ি হাওড়ার আন্দুলে। চতুর্থ শ্রেণির ওই পড়ুয়া বর্তমানে কলেজ স্ট্রিটে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সেখানেই হঠাৎ পেটে ব্যথা অনুভব করায় রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ তাকে কলকাতা মেডিক্যাল নিয়ে আসেন পরিবারের কেজন।

পরিবারের দাবি, হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হেঁটে হেঁটেই ভিতরে প্রবেশ করেছিল শিশুটি। কিন্তু ভর্তির মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ সাড়ে ১১টা নাগাদ হাসপাতালের পক্ষ থেকে তাঁদের জানানো হয় যে শিশুটি মারা গিয়েছে। সামান্য পেটে ব্যথা থেকে



কীভাবে এমন আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের আরও জোরালো অভিযোগ, হাসপাতালে সে সময় কোনও সিনিয়র চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। শুধুমাত্র জুনিয়র ডাক্তারেরাই চিকিৎসা চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মৃতের এক আত্মীয় জানান, ‘আমাদের চোখের সামনে তিনটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে দুটো ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। ওরা আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলছে।’ ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার জেরে এই মৃত্যু হয়েছে দাবি করে ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি তোলেন মৃতের বাবা নরেশ যাদব। আন্দুলের বাড়ি থেকে ফোনে খবর পেয়ে তিনি জানান, ছুটির দিনে সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত প্রাণী চিকিৎসক না-থাকা এবং জুনিয়র ডাক্তারদের অকহেলার ফলেই তাঁর ছেলের প্রাণ গিয়েছে।

‘অর্ণবে’ দুর্যোগ, আশঙ্কা বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে ঘনাস্থে গভীর সংকট। পূর্ব-মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে দ্রুত শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই বছরের প্রথম এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম হতে চলেছে ‘অর্ণব’। বুধবার দুপুরে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূলে বাপাতলা ও বিপাশাপত্তনমের মধ্যবর্তী অংশে আছড়ে পড়তে পারে এই শক্তিশালী ‘অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়’। তবে অন্ধ্রপ্রদেশে ল্যান্ডফল করলেও এর প্রভাবে মারাত্মক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। হাওড়া অফিস জানিয়েছে, অন্ধ্র উপকূলে আঘাত হানার পর ঘূর্ণিঝড়টি ডান হাতে বাক নিয়ে বাংলার দিকে প্রভাব ফেলবে, যার জেরে দক্ষিণবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব-মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি ঘণ্টায় আট কিলোমিটার বেগে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগোচ্ছিল। আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, এটি ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে বাক নিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং তা সোমবার সকালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে। এরপর সমুদ্রের উষ্ণ জলের জেরে আরও শক্তি সঞ্চয় করে মঙ্গলবার সকালেই এটি একটি ‘তীব্র ঘূর্ণিঝড়’-এ পরিণত হতে চলেছে। পরবর্তীতে তা আরও ঘনীভূত হয়ে ‘অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়’ের রূপ নিয়ে বুধবার দুপুরে অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়বে। স্থলভাগে প্রবেশের সময় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিমি, যা দমকা হাওয়ায় আকারে



১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর। পূর্ব-মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে রবিবার থেকেই ঝোড়ো হাওয়ার বেগ বাড়তে শুরু করেছে। সোমবার সমুদ্রে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ থেকে ১০০ কিমি, মঙ্গলবার ৯০ থেকে ১১০ কিমি এবং বুধবার তা ১১৫ থেকে ১২৫ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ উপকূলেও বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যারা ইতিমধ্যে গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকারে গিয়েছেন, তাঁদের মঙ্গলবারের মধ্যে নিরাপদ উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে মঙ্গলবার থেকেই ৩৫ থেকে ৫৫ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়ের জেরে মঙ্গলবার থেকেই বদলাতে শুরু করবে বাংলার আকাশ। ওইদিন থেকেই দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সূচনা হবে। কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

মক্কা-মদিনায় হাউথির হানায় সতর্কতা দিল্লির

রিয়াধ, ২৫ অক্টোবর: এবার সৌদি আরবের দুই পবিত্র শহর মক্কা এবং মদিনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা হাউথিরের। শনিবার এমনই দাবি করল সে দেশের প্রতিরক্ষা সংস্থা। যদিও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আকাশেই ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি। যদিও সৌদির দাবি খারিজ করে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহীরা। তারা জানিয়ে দিয়েছে, ‘ডাভা মিথ্যা কথা’।

রিয়াধের তরফে জানানো হয়েছে, মক্কা ও মদিনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় হাউথিরা। তবে সেগুলি আঘাত হানার আগেই আকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। যদিও সেই ধ্বংসাবশেষ দুই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পড়েছে। ফোনে খবর পেয়ে তিনি জানান, ছুটির দিনে সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত প্রাণী চিকিৎসক না-থাকা এবং জুনিয়র ডাক্তারদের অকহেলার ফলেই তাঁর ছেলের প্রাণ গিয়েছে।

বলেন, শত্রু সৌদি পবিত্রভূমি মক্কা ও মদিনায় হামলায় যে প্রচারণা করে, তা ডাভা মিথ্যা কথা। গত দুদিন ধরে সৌদির বেশ কিছু জায়গা নিশানা করে হাউথিরা। যার মধ্যে রয়েছে তিনটি বিমানবন্দর, দুটি তৈল ঘাটি, একটি পাইপলাইন এবং একটি বিমান ঘাটি। তার মাঝেই এবার মক্কা ও মদিনায় হামলার অভিযোগ উঠল ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। এদিকে সৌদিতে থাকা ভারতীয়দের বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছে নয়াদিল্লি। সৌদির ভারতীয় দূতাবাসের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সৌদি আরবে বদবাসরত ভারতীয়দের আহ্বান জানানো হচ্ছে, তাঁরা যেন সমস্ত স্থানীয় নিয়মকানুন মেনে চলেন। ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করার ঘটনা কিংবা হামলার ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করা বা সেগুলি পোস্ট করা থেকে বিরত থাকুন। এগুলি অসহিষ্ণুতা এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

‘মন কি বাত’-এর তীর্থযাত্রায় মানুষের জয়গান মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ের ৩৯তম পর্ব রবিবার ফাইবার অপটিক্সের জনক নরিন্দ্র সিং কপানি এবং গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ভাই পরমানন্দকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৩১ অক্টোবর তারিখের এবং ৪ নভেম্বর ভাই পরমানন্দের জন্মজয়ন্তী। দেশের এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবন ও অবদানের কথা ভুলে ধরে যুবসমাজকে তাঁদের সম্পর্কে পড়াশোনা করার এবং তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে ৩১ অক্টোবর ‘রান ফর ইউনিট’তে অংশগ্রহণের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান তিনি। আসন্ন উৎসবগুলির জন্য দেশবাসীকে শুভেচ্ছাও জানান প্রধানমন্ত্রী।

এদিন মহর্ষি বাম্পীকির প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী। তিনি বলেন, ‘মহর্ষি বাম্পীকির রচিত রামায়ণ তার চিরন্তন জ্ঞান ও শিখার মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। রামায়ণ আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেয়। পাশাপাশি সেবা, করুণা এবং সামাজিক সঙ্গীতির গুরুত্বও বুঝতে শেখায়।’

প্রধানমন্ত্রীর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ের ১২ বছর পূর্ণ হয়েছে। ১২ বছর আগে বিজয়াদশমীর দিন রেডিওকে দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই দীর্ঘ সময়ের কথাযোগ্য ব্যবস্থার কথা তাঁর প্রচেষ্টা ও অবদানকে জানার এক তীর্থযাত্রা বলে অভিহিত করেন

তিনি। রবিবার ৩৯তম পর্বে মোদী বলেন, ‘আমার কাছে ‘মন কি বাত’ কোনও তীর্থযাত্রার চেয়ে কম নয়। এটি মানুষের প্রচেষ্টাকে গভীর ভাবে বোঝার এবং তাঁদের অবদানকে কুনিশ্চ জানানোর যাত্রা।’

নরিন্দ্র সিং কপানির অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তনে তাঁর অগ্রণী কাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। গোটা বিশ্ব তাঁকে ‘ফাদার অফ ফাইবার অপটিক্স’ হিসেবে জানে। কয়েকটি কোম্পানি তার গবেষণা যোগাযোগের জগৎকে নতুন দিশা দেখিয়েছিল। আজকের ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা তাঁর গবেষণা ও ভাবনা ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। আগামী ৩১ অক্টোবর

তাঁর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই বিজ্ঞানীর অবদান স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান বিপ্লবী ভাই পরমানন্দের জীবন ও দেশসেবার কথাও তুলে ধরেন মোদী। আগামী ৪ নভেম্বর তাঁর জন্মজয়ন্তী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাহস, আত্মত্যাগ এবং রাষ্ট্রসেবার এক অনন্য উদাহরণ ভাই পরমানন্দের জীবন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণ করা হবে। আর্থ সমাজের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল এবং সেই সংযোগ থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও গাম্বানাতোও তিনি আর্থ সমাজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর স্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভাই পরমানন্দ গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা

সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। লাল্লা হরদয়ালকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্যও তিনি উৎসাহিত করেছিলেন।

‘মন কি বাত’ প্রতিটি পর্বের মতো এদিনও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের উদ্যোগে গড়ে ওঠা কয়েকটি অনুপ্রেরণামূলক কাহিনি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে ছিল পঞ্জাবে প্রথাগত কৃষিপদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ। মোদী জানান, পঞ্জাবে ‘খেতি বিরাসত মিশন’ নামে একটি সংস্থা মালওয়া চাষের প্রসারে কাজ করছে। এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে ‘নব-গ্রিনল্যান্ড’। প্রথাগত কৃষিপদ্ধতিকে নতুন করে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপায়ে তুলো উৎপাদনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই উদ্যোগের লক্ষ্য।



ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর নমো ঘাটে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী মেগা এয়ার শো ‘উইংস ওভার গ্যাঞ্জেস’ের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



এসআরএফটিআইয়ে লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভ, পেশ ১৮ পাতার তদন্ত রিপোর্ট, কাঠগড়ায় আন্দোলনকারীরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েকদিন ধরে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে চলা তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ ও অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে অবশেষে জমা পড়ল অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট। মোট ১৮ পাতার এই বিস্তারিত রিপোর্টে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ভূমিকা, আচার-ব্যবহার এবং আন্দোলনের ধরন নিয়েই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, উপাচার্যের ঘর ঘেরাও করা থেকে শুরু করে দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি নষ্ট করার মতো অত্মতপ্পূর্ব অভিযোগের তীরও তোলা হয়েছে ছাত্রদের দিকে।

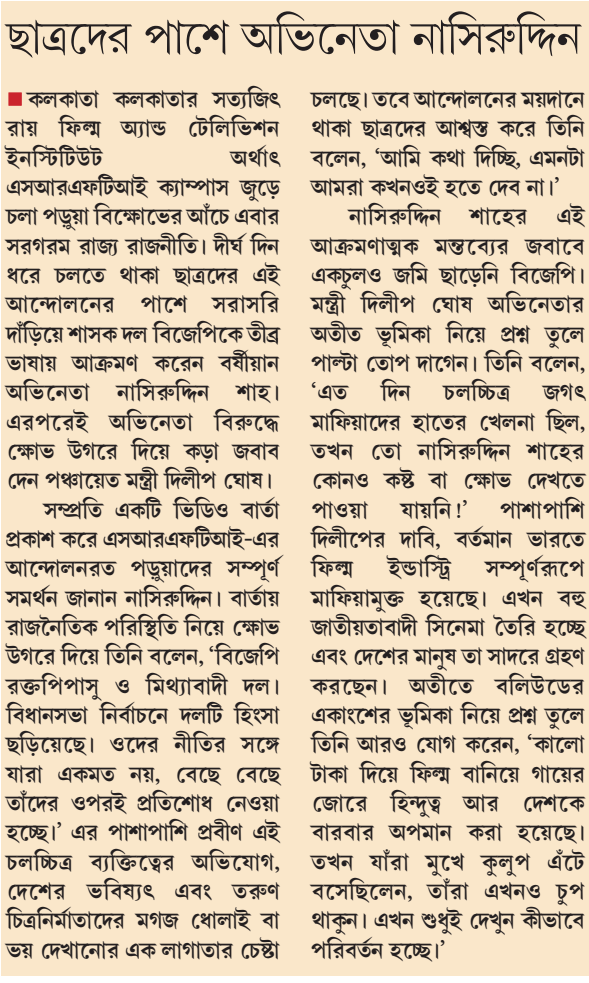
প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গিয়েছে, উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি-সমেত একাধিক বকেয়া দাবি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তপ্ত এসআরএফটিআই ক্যাম্পাস। বিক্ষোভের তীব্রতা এতটাই বাড়়ে যে, টানা দুর্দিন উপাচার্যের অফিস ঘর দখল করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও অভিযান চালাতো হয়। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তদন্ত কমিটি জানিয়েছে, ক্যাম্পাসে যে ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত ‘অনভিপ্রসৃত’।এদিকে ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কড়া অবস্থান নিয়েছে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। বহু পড়ুয়াকে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে কয়েকজন ছাত্রকে হস্টেল



থেকেও বহিস্কারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। যদিও বহিষ্কৃত ও আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উল্টো অভিযোগ, ক্যাম্পাসে তাঁদের হেনস্তা করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, শিক্ষাদানের এই অচলাবস্থাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তর্জীও চরমে উঠেছে। সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে প্রশ্ন তোলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কি ভগবান? ওঁর কোনো সিদ্ধান্ত বা বিষয়ে সাধারণ মানুষ বা ছাত্ররা কি নিজজোরে ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবেন না?’ পাশাপাশি, একটি ঐতিহ্যবাহী সিনেমা ইনস্টিটিউটের ভেতর কোনো রাজনৈতিক শাখা বা আরএসএস-খনিষ্ঠ সংগঠনকে কেন্দ্র প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল, তা নিয়েও সরব হন তিনি। সৃজনের

অভিযোগ, বিজেপির অনুগামীরা ক্যাম্পাসে গুণ্ডামি চালাচ্ছে এবং বেছে বেছে আন্দোলনকারী ছাত্রদের টার্গেট করছে। অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে সংস্থের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। এবিভিপি-র দক্ষিণবঙ্গ সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য পাল্টা আক্রমণ শািয়য়ে বলেন, ‘ইনস্টিটিউটের তথাকথিত ‘দিমাগি নকশাল’ পড়ুয়ারাই স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি অবমাননা করেছে। তারা প্রতিকৃতিতে লাথি মেরেছে, খুতু ছিটিয়েছে। ওদের থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না।’ তবে বর্তমান তত্ত্বণ প্রজন্ম এসব বিভ্রান্তিতে পা দেবে না দাবি করে তিনি যোগ করেন, দেশের ‘জেন জি’ বা নতুন প্রজন্ম আজ আরএসএস এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গেই রয়েছেন। সব মিলিয়ে, প্রশাসনিক কড়াকড়ি, হস্টেল থেকে বহিস্কার ও রাজনৈতিক



ছাত্রদের পাশে অভিনেতা নাসিরুদ্দিন

■ কলকাতা কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অর্থাৎ এসআরএফটিআই ক্যাম্পাস জুড়ে চলা পড়ুয়া বিক্ষোভের আঁচে এবার সরগরম রাজ্য রাজনীতি। দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা ছাত্রদের এই আন্দোলনের পাশে সরাসরি দাঁড়িয়ে শাসক দল বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বরষীয়ান অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ। এরপরই অভিনেতা বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কড়া জবাব দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

সম্প্রতি একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে এসআরএফটিআই-এর আন্দোলনভরা পড়ুয়াদের সম্পূর্ণ সমর্থন জানান নাসিরুদ্দিন। বার্তায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ‘বিজেপি রক্তপিপাসু ও মিথ্যাবাদী দল। বিধানসভা নির্বাচনে দলটি হিসো হড়িয়েছে। ওদের নীতির সঙ্গে যারা একমত নয়, বেছে বেছে তাঁদের ওপরই প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে’ এর পাশাপাশি প্রবীণ এই চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের অভিযোগ, দেশের ভবিষ্যৎ এবং তরুণ চিত্রনির্মাতাদের মগজ ধোলাই বা ভয় দেখানোর এক লাগাতার চেষ্টা

চাপানউতারের জাঁতাকল পড়ে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড

চলছে। তবে আন্দোলনের ময়দানে থাকা ছাত্রদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ‘আমি কথা দিচ্ছি, এমনটা আমরা কখনওই হতে দেব না।’

নাসিরুদ্দিন শাহের এই আক্রমণাত্মক মন্তব্যের জবাবে একচুলও জমি ছাড়াইনি বিজেপি। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ অভিনেতার অতীত ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাল্টা তোপ দাগেন। তিনি বলেন, ‘এত দিন চলচ্চিত্র জগৎ মাফিয়াদের হাতের খেলনা ছিল, তখন তো নাসিরুদ্দিন শাহের কোনও কষ্ট বা ক্ষোভ দেখতে পাওয়া যায়নি।’ পাশাপাশি দিলীপের দাবি, বর্তমান ভারতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পূর্ণরূপে মাফিয়ামুক্ত হয়েছে। এখন বহু জাতীয়তাবাদী সিনেমা তৈরি হচ্ছে এবং দেশের মানুষ তা সাদরে গ্রহণ করছেন। অতীতে বলিউডের একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও যোগ করেন, ‘কালো টাকা দিয়ে ফিল্ম বানিয়ে গায়ের জোরে হিন্দু আর দেশকে বারবার অপমান করা হয়েছে। তখন যারা মুখে কুলুপ এটে বসেছিলেন, তাঁরা এখনও চুপ থাকুন। এখন শুধুই দেখুন কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে।’

টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের শিক্ষা পরিবেশ এখন সম্পূর্ণ শিকেষ।

বাংলায় তৃণমূল বলে কিছুই নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : বাংলায় তৃণমূল বলে কিছুই নেই, রবিবার মেহাটির লোহা ঘাট পার্ক আনসোসিয়েশনের কালীপূজোর খুঁটি পুজোয় অংশ নিয়ে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, আগামী ৩০ অক্টোবর দিল্লিতে তৃণমূলের দুই শিবিরকে ফের তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল চলে গেছে, বাংলায় তৃণমূল বলে কিছুই নেই। পুরভোটে প্রতিপক্ষ কে, এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, আমাদের লড়াই কার সঙ্গে হবে, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর-রা বিজেপির টিকিটে পুরভোটে লড়বেন কিনা, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, আমরা



জল্পনাকে বিশ্বাস করি না। কল্পনাকে বিশ্বাস করি। পূজো কমিটির সভাপতি সৌমদীপ মৈদাক বলেন, তাদের ৬৬ ভম বর্ষের যিনি ধর্মক্ষেত্রে মহাশক্তি। মা কালী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশ হবে। সৌমদীপ আরও বলেন, নৈহাটিতে ইতিমধ্যেই অশুভ শক্তির বিনাশ হয়েছে। বড়মার আশীর্বাদে এবং মায়ের আগমনে নৈহাটিতে সম্পূর্ণরূপে অশুভ

শক্তির বিনাশ হবে। খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, রবি রায়, নবীনা মোদক-সহ পূজো কমিটির সদস্যরা। প্রসঙ্গত, প্রতি বছরের ৭৮ তম বর্ষের শ্যামা পুজোর খুঁটি পুজোয় এদিন মন্ত্রী হাজির ছিলেন। উক্ত খুঁটি পুজোয় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, পূজো কমিটির অন্যতম কর্তা সূর্য চৌধুরী প্রমুখ।

সংলগ্ন ফেরিঘাট অর্থাৎ বিসর্জনের গঙ্গার ঘাটও পরিদর্শন করেন। সংবাদমাধ্যমের খোখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, এখানে ভিআইপি সংস্কৃতির দরকার নেই। ব্যারিকেডের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা খুঁটিপুজো উপভোগ করলাম। মন্ত্রীর কথায়, মায়ের কাছে সকলেই সমান। তাঁরা ভিআইপি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নন। মন্ত্রী জানান, নৈহাটির ফেরিঘাটে পরিবহণ দপ্তর ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আগামীদিনে এই ঘাটকে সাজিয়ে তোলা হবে। নৈহাটির দেশবন্ধুপল্লি আমরা সবাই র্রাবেই ৭৮ তম বর্ষের শ্যামা পুজোর খুঁটি পুজোয় এদিন মন্ত্রী হাজির ছিলেন। উক্ত খুঁটি পুজোয় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, পূজো কমিটির অন্যতম কর্তা সূর্য চৌধুরী প্রমুখ।



লক্ষ্মীপুজোয় সূদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে এনিসিটিআই সাংসদ সূদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েই তাঁর বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। হাতে পদ্মফুলের ডালি, মিষ্টি নিয়ে বরষীয়ান এই সাংসদের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন শুভেন্দু। তিনি শুধু পুজোয় অর্শেই নেননি, প্রসাদও গ্রহণ করেন।

রসগোল্লায় সলতে! উত্তর কলকাতার চার প্রজন্মের মোমে গলছে বাঙালির মিষ্টি-নস্ট্যালজিয়া

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বাঙালির উৎসবের সকাল মানেই তো নতুন জামার গন্ধ আর কড়া পাকের সমেশের বাস্ন। বিজয়ার প্রণাম সেরে মুখে দেওয়া রসগোল্লা কিংবা স্কেদে নামতেই বাবার হাত ধরে দোকান থেকে শালপাতায় করে আনা গরম গুলাবজামুন মিষ্টি তো আমাদের কাছে শুধু একটা খাবার নয়, মিষ্টি হল বাঙালির এক টুকরো ছোটবেলা। আলমারিতে তুলে রাখা পুরনো ছবির মতো যার গায়ে লেপ্টে থাকে চেনা মানুষের স্পর্শ, হারিয়ে যাওয়া উৎসবের কোলাহল আর এক আকাশ আদর। উত্তর কলকাতার আহিরীটোলার এক চিলাতে ঘরে সেই চেনা নস্ট্যালজিয়াকেই এবার তুলি আর মোমের ছাঁচে জীবন্ত করে তুলছেন বছর ছত্রিশের শিল্পী তুহিন মুখার্জী।

উত্তর কলকাতার আহিরীটোলার এক সরু গলির মধ্যে অবস্থিত কারখানাতে মোম গড়ার ইতিহাসটা দুই পুরুষের। এক সময় রসগোল্লিয়ার ঘূটঘূটে অন্ধকারে দেশলাই কাঠি জ্বেলে যে সাদা মোমবাতিটা জ্বালানো হত, তার

কেবল আলো জ্বালতেন, ছেলে সেখানে মোমের শরীরে ঢেলে দিলেন বাঙালির টিরকালীন আবেগ। তুহিনের কারখানার টেবিলের দিকে তাকালে প্রথমে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। খালায় সাজানো রসগোল্লা, লাড্ডু আর রসে টইটস্বর গুলাবজামুন! কিন্তু লোককে অবাক করা এই রূপটানের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক পরম যত্ন আর নিখুঁত কারিগরি। তুহিন জানান, ‘প্রথমে প্যারাস্ফিন আর সান মোম একসঙ্গে গলিয়ে খাঁটি মিষ্টির কাঠের ছাঁচে ঢালা হয়। রসগোল্লার গায়ে যে স্পঞ্জের মতো সুদৃ ছিদ্র থাকে, তা ফেটিাতে হালকা জমে আসা মোমে আলতো করে সূচ ফোটান তুহিন। গুলাবজামুনের গা থেকে টুইয়ে পড়া রসের সেই আঠালো চকমকে ভাব আনতে ওপর থেকে দেওয়া হয় ‘জেল ওয়াশ’-এর প্রলেপ। আর লাড্ডুর গা-টা যাতে অবিকল বৃঁদিয়ার মতো দানাদার লাগে, তার জন্য গরম মোমকে বিশেষ পদ্ধতিতে গুঁড়ো করে করে রাঁচ ফেলা হয়। শুধু দেখতেই নয়, তুহিন এতে মিশিয়েছেন এলাচ, গোলাপ জল ও জাফরানের সুগন্ধী তেল। ফলে দেশলাই না ছোঁয়ালেও ঘর জুড়ে ম ম করে সেই চেনা মিষ্টির গন্ধ। কিন্তু এই মিষ্টির ঠিক বুক চিরে ওপরে উঠে এসেছে একটা সুতার সলতে। আগুন ছোঁয়াতেই চেনা রসগোল্লা কিংবা গুলাবজামুন আন্তে আন্তে গলতে শুরু করে। মিষ্টি আর মিষ্টি থাকে না, সে গলে গিয়ে আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘরের দেওয়ালে। বাবার মোম তৈরি ছিল

জীবনযাপনের লড়াই, আর তুহিনের কাছে এই মোম হল আবেগী-সম্পর্কের সুতো। আর এই আবেগমোহা মিষ্টি-মোমের দামও রাখা হয়েছে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই। প্রতিটি সাদা রসগোল্লা মৌমবাতির দাম মাত্র ১০০ টাকা, আর এক প্লেট লাড্ডুর দাম ২৭৫ টাকা। ঘর সাজানোর এই অভিনব আলো সংগ্রহ করার জন্য তুহিনবা আলো সংগ্রহ করার জন্য কাউন্টারে এসে যেমন এগুলো কিনতে পারেন, তেমনই অনলাইনের মাধ্যমেও ঘরে বসেই অর্ডার করতে পারবেন। তুহিন আবেগঘন গলায় বলেন, মিষ্টির বাস্ন দেখলেই আমাদের মনটা কেমন যেন হ হ করে ওঠে। ছোটবেলার সেই পূজো, আত্মীয়দের বাড়ি আসা, সব গোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেওয়ালির রাতে যখন এই মিষ্টি-মোমগুলো মানুষের ঘরে জ্বলবে, তখন কেবল আলো জ্বলবে না, আলো হয়ে গলে পড়বে আমাদের ফেলে আসা শৈশবটাও। কালীপূজোর রাতে যখন প্রতিটি বাড়ির কোণে এই মোমের গুলাবজামুন বা রসগোল্লাগুলো শিখা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন খাওয়ার জন্য হয়তো কেউ হাত বাড়িয়ে না। কিন্তু তার সুবাস আর আলোর দিকে তাকিয়ে কোনও এক ব্রৌণের হঠাৎ মনে পড়ে যাবে বহু বছর আগে গলে যাওয়া বাবার হাত ধরে মিষ্টির দোকানে যাওয়ার সেই সঞ্ছোট কথা।

জমির ৫৮ শ্রেণি ভেঙে ছয়ে রূপান্তর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ

দেবাশিস দে ● কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্থাপন করল রাজ্যের বর্তমান সরকার। আমজনতাকে জমি সংক্রান্ত জটিল প্রশাসনিক জট ও দীর্ঘদিনের দুর্নীতি থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে রাজ্যের শাসক শিবির গ্রহণ করল বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। বিরোধী থেকে শাসনক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্বচ্ছতা এবং দ্রুত জনপরিষেবার যে অঙ্গীকার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে তুলে ধরা হয়েছিল, জমি সংস্কারের এই সিদ্ধান্তকে তারই এক বলিষ্ঠ প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি জারি করে দীর্ঘদিনের জটিল ৫৮টি জমির শ্রেণিকে ভেঙে মাত্র ৬টি সুষ্পষ্ট ও বৃহত্তর শ্রেণিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের কাছে তাদের জনবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিল।

নতুন নীতি অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত জমিকে এখন থেকে কেবল শিল্প, প্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, আবাসিক, জনপরিষেবা এবং জলাশয়; এই ছটি সহজ শ্রেণিতে চিহ্নিত করা হবে। ইতিপূর্বে আউশ, আমন, শালি বা বাস্ক, ডিটার মতো অজস্র বিভ্রান্তিকর উপশ্রেণির সূচক্য নিয়ে সরকারি দপ্তরে দালালচক্র সাধারণ মানুষকে নেনস্তা করত। শুভেন্দু

অধিকারীর প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা, সরকারি পরিষেবায় মধ্যস্বত্বভোগীদের কোনো স্থান নেই। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, নতুন শ্রেণির রেকর্ডের জন্য সাধারণ নাগরিকদের লাইনে দাঁড়িয়ে কোনো বাড়তি আবেদন করতে হবে না। সরকারি তথ্যভাণ্ডার এবং ই-ড্রুচিগ্র ব্যবস্থায় পুরনো শ্রেণিগুলি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নতুন শ্রেণিতে বদলে যাবে। জটিল ক্ষেত্রে জেলা ভূমি সংস্কার অধিকারীর তথ্য ডিএলঅ্যান্ড এলআরও প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন এবং সাধারণ মানুষ ‘বাংলার ভূমি’ পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে এই সংশোধিত পরচা ডাউনলোড করতে পারবেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পদক্ষেপ শুধু ভূমি সংস্কারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভোটব্যব্ধের নিরীহ বিরোধীদের হাত থেকে অন্যতম বড় সমালোচনার ইস্যু কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এক নিখুঁত চাল। গ্রামীণ প্রান্তিক চাষি থেকে শুরু করে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত; প্রত্যেকই জমি মিউশ্টেশনের ভোগান্তি থেকে মুক্ত হচ্ছেন। পাশাপাশি শিল্প ও পরিকাঠামোয় দ্রুত রূপান্তরের পথ সুগম করে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানোই এই নীতির মূল লক্ষ্য। প্রশাসনিক স্তরে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ চালু হতে কিছু সময় লাগলেও, জনস্বার্থের এমন যুগান্তকারী পদক্ষেপ শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বের ভাবমূর্তিকে জনমানসে আরও শক্তিশালী ভিত্তি দিল।

কলকাতা-দুবাই রুটে এমিরেটসের নতুন এয়ারবাস, বাড়ল উড়ানের সংখ্যাও



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বড়সড় অগ্রগতি ঘটল। কলকাতা থেকে দুবাই রুটে প্রথমবারের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যাত্রীবাহী বিমান ‘এয়ারবাস এ৩৫০’ পরিষেবা চালু করল বিমানসংস্থা এমিরেটস। রবিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই নতুন বিমানটি অবতরণ করার পর সেটিকে ঐতিহ্যবাহী ‘জলকামান’ বা ওয়াটার স্যালাুটের মাধ্যমে বিশেষ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

নতুন এই বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার পাশাপাশি কলকাতা ও দুবাইয়ের মধ্যে বিমান চলাচলের সংখ্যাও বাড়িয়েছে এমিরেটস।

আগে যেখানে সপ্তাহে ১১টি উড়ান চলত, এখন থেকে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২টিতে। বাড়তি এই উড়ানের ফলে কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকার যাত্রীদের দুবাই যাওয়ার ক্ষেত্রে বিকল্প ও সুযোগ অনেকটাই বেড়ে গেল বলেই মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

আন্তর্জাতিক স্তরে যাত্রীদের বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর বিক্রম সিং। এই বিষয়ে তিনি জানান, যাত্রীদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এই রুটে উড়ানের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অ্যাভিওরেশন বিশেষজ্ঞদের মতে,

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এয়ারবাস এ-৩৫০ বিমানটি চালু হওয়ায় এবং সাপ্তাহিক ট্রিপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে পূর্ব ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার যোগাযোগ আরও মজবুত হবে। এর ফলে যারা কলকাতা থেকে দুবাই হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা বা বিশ্বের অন্য কোনও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে যাতায়াত করেন, তাদের সংযোগকারী বিমান (কানেক্টিং ফ্লাইট) পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধা হবে। আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়েই এমিরেটস কলকাতার বাজারে তাদের এই ব্যবসার পরিধি বাড়াল বলে মনে করা হচ্ছে।



হাওড়া ও কলকাতা পুরভোটের রণকৌশল সাজাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল বিজেপি প্রার্থী পদের আবেদনের আজ শেষ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমে পড়ল বিজেপি। সোমবার অর্থাৎ আজ প্রার্থীপদের আবেদনের শেষ তারিখ। এই বিষয়ে রাজ্যসভা সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও বিজেপি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি কার্যত একাই লড়াছে, অন্য বিরোধীদের সক্রিয়তা নেই। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। বর্তমানে দুই পুরসভার বেহাল পরিষেবা নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকার নিজের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বালি পুরসভাকে হাওড়া কর্পোরেশনে যুক্ত ও পরে পৃথক করা়য় প্রশাসনিক সংকট প্রকট হয়েছে। হাওড়ার নিকাশি ও রাস্তাঘাট বেহোল। কলকাতার ক্ষেত্রে তাঁর অভিযোগ, নাগরিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আসা ক্ষত্রীয় সহায়তার যথাযথ ব্যবহার করেনি রাজ্য। এছাড়াও প্রার্থীপদ নিয়ে কর্মীদের নজিরবিহীন উৎসাহের কথা জানিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত এই নেতা বলেন, পুরভোটকে কেন্দ্র করে এমন ব্যাপক আগ্রহ আগে দেখিনি। তবে সময়সীমা স্পষ্ট করে তিনি



জানান, হাওড়া ও কলকাতা পুর নির্বাচনে প্রার্থী পদে আবেদনের শেষ দিন ২৬ অক্টোবর। এরপর আর আবেদন নেওয়া হবে না। প্রার্থী বাছাইয়ে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও জয়ের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, এলাকায় গ্রহণযোগ্য ও যোগ্য ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, নেতিবাচক বা সামাজিক অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দল সতর্ক থাকবে। এই নির্বাচনী প্রচারাে অভিনব কৌশল হিসেবে তিনি জানান, তৃণমূলের আমলে অর্থের অপব্যবহার ও উন্নয়নের খামতি মানুষের সামনে

আনতে এবার ওয়ার্ডভিত্তিক ‘চাজর্শি’ প্রকাশ করবে বিজেপি। এছাড়াও রাজ্যে বিগত সরকারের আর আবেদন নেওয়া হবে না। রক্তপাতহীন ভোটারে বার্তা দিয়ে রাহুল সিনহা বলেন, দলীয় কর্মীদের শান্তি বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ অশান্তি সৃষ্টি করলে দল ব্যবস্থা নেবে, বাকি দায়িত্ব পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের। পরিশেষে, কলকাতাকে দেশের শ্রেষ্ঠ মহানগর এবং হাওড়াকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি রাজ্যবাসীকে বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

একদিন

আমার বাংলা

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ২০২৬

মালদার বন্যা ও ভাঙনের স্থায়ী সমাধান নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি চিরস্থায়ীভাবে সমাধান করার ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক বৈঠক করে গেলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল। সম্প্রতি মালদার ভূতনির পরিস্থিতির পরিদর্শন করে গিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার নির্দেশে কার্যত রবিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ রাজ্যের মুখ্য সচিব হেলিকপ্টার করে কলকাতা থেকে মালদায় এসেই ভূতনির বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতির পরিদর্শন করেন। এরপর এদিন সকালে মালদার ইংরেজবাজারের পুরনো বিমানবন্দরে মুখ্য সচিবের হেলিকপ্টার অবতরণ করে। সেখান থেকে সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসনিক ভবনে শুরু হয় বৈঠক। মুখ্য সচিবের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সচ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোত মুর্মু, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ-সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। সেখানেই মালদার গঙ্গা ও ফুলহার নদীর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল। তিনি বলেন, ‘দ্রুত স্থায়ী বাঁধের মাধ্যমে মালদার বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি সমাধান নাহলে আগামীতে এই দুই নদী মিশে যেতে পারে। তার ফলে জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি রেল ও সড়ক পথ বন্ধ হলে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ্য ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তাই দ্রুত মালদায় ভাঙন ও বন্যার প্রতিরোধের কাজ শুরু করা হবে।’



এদিন বৈঠক শেষে মুখ্য সচিব বলেন, ‘গত ৫০ বছরের ব্যবধানে ভূতনি এলাকা দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদী প্রায় ৬ কিলোমিটার ডানদিকে কেটে চলে গিয়েছে। যেটা হওয়ার কথা ছিল না। এমনকি ফুলহার নদীও প্রায় দুই কিলোমিটার বিপরীতমুখী কেটেছে। সেই সময় যদি স্থায়ী সমাধান করা হতো তাহলে এই সমস্যা তৈরি হতো না। এখন রত্নায়া ও ভূতনিতে গঙ্গা এবং ফুরহার নদী অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছে। আগামী দিনে এই দুই নদী যদি একসঙ্গে মিশে যায়, তাহলে মালদায় বন্যা প্রতিরোধ করা মুশকিল হয়ে পড়বে। বরং মালদায় বন্যা হলে বিচ্ছিন্ন হবে

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং রাজ্যগুলি। এই মুহূর্তেই স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে। যার জন্য এদিন এই ভূতনি এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।’ মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল আরও বলেন, ‘বন্যা এবং ভাঙন রূখতে মালদার মানিকচক থেকে অন্তত ১৬ কিলোমিটার দূরে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা নদী পার সীমান্ত থেকেই কাজ শুরু হবে। এক্ষেত্রে বিহার সরকার এই ভাঙন প্রতিরোধের কাজের এনওসি দিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড ওের কাছ থেকে এনওসি মিলেনি। আগামী ২৭ অক্টোবর দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের সঙ্গেই মালদার ভাঙ্গন ও বন্যার স্থায়ী সমাধান নিয়ে বৈঠক হবে। আশা করছি তার মধ্যে ঝাড়খণ্ড সরকার এই কাজের জন্য এনওসি দিয়ে দেবে।’ মনোজ আগরওয়াল জানান, ‘একটা সময় গঙ্গা নদী ঝাড়খণ্ড ও বিহারের যে পুরনো ক্যানেলগুলি দিয়ে প্রবাহিত হতো, সেটি গত ১৪ থেকে ১৫ বছরের ব্যবধানে গতিপথ ভাঙনের জেরে ঘুরে গিয়েছে। ফলে সেই পুরনো ক্যানেল দিয়েই নদীর জল প্রবাহিত করার ক্ষেত্রেই নতুন করে ড্রেসিং-এর কাজ শুরু হবে। এজন্য প্রথম পর্যায়ে ৫০ কোটি টাকা খরচ বাবদ ধরা হয়েছে। এছাড়াও বিহারের কোশি নদীর বাঁধ এবং স্লুইচগেট তৈরি করা যায়, তাহলে মালদায় গঙ্গা নদীর বন্যা ঠেকানো অনেকটা সম্ভব। যদিও রাজ্য সরকার বিভিন্ন নদী বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমেই পাইলট প্রজেক্ট নিয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। যার ফলে নতুন করে ভাঙন বা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে না মালদায়।’ এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ‘এতদিন মালদার ভূতনি-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষকে বর্ষার মরশুমে বন্যার জলে ডুবে থাকতে হতো। কিন্তু এবার রাজ্য সরকারের তৎপরতায় বন্যা ও ভাঙন লোককে স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই দিন মুখ্য সচিব মালদা এসে প্রশাসনিক বৈঠক করে গিয়েছেন।’

দুষ্কৃতিদের বিজেপিতে ঠাই নয়!

বাঁশ-বাটাম নিয়ে প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি বিধায়ক চন্দ্রশেখরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া ও সমাজবিরোধীদের বিজেপিতে জায়গা দেওয়া চলবে না। এমন কাজকে দলে নেওয়ার চেষ্টা হলে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবেন নিচুতলার কর্মীরা। প্রয়োজনে বাঁশ-বাটাম নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে গুরু হয়েছে জোর চর্চা। দুর্গাপুরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি কালীপূজোর ষটিপূজোর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কার্যত দলের নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দেন বিধায়ক। তাঁর নিশানায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন কোর কমিটির সদস্য বাণ্টি সিং এবং বালির কারবারের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ ওঠা কেবু। তাদের মতো ব্যক্তিদের বিজেপিতে যোগদান করানোর চেষ্টা হলে নিচুতলার কর্মীরা তা কোনওভাবেই মেনে



নেবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। বিধায়কের বক্তব্য, বালি ও কয়লা কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি কিংবা সমাজবিরোধীদের দলে ঠাই দেওয়া হলে দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য লড়াই করা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হবে। সেই ক্ষোভ থেকেই কর্মীরা পথে নেমে প্রতিবাদ করবেন। প্রয়োজনে বাঁশ-বাটাম নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার

হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। দলের অন্দরে নতুন করে কারা ঠাই পাবেন, তা নিয়ে যখন রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে, তখন বিধায়কের এই প্রকাশ্য অবস্থান বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। দলবদলের রাজনীতিতে নতুনদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নিচুতলার কর্মীদের আপত্তি কতটা গুরুত্ব পাবে, এখন সেটাই দেখার।

নদীবাঁধ-রাস্তায় দুর্নীতির অভিযোগ, ধসে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিগত তৃনমূল সরকারের আমলে ওয়াস্‌ট ব্যাকের টাকার অপব্যবহারের বড় দৃষ্টান্ত দেখা গেল নদীবাঁধের উপর যোগাযোগের ঢালাই রাস্তা নির্মাণে। এবারের ঘটনা খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের মুচিঘাটার মণ্ডলপাড়া এলাকায়। নদীবাঁধের উপর প্রায় দুশো মিটার ঢালাই রাস্তা নদীগর্ভে বসে গিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যেকোনও সময় ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বোরো চাষের জন্য জল ছাড়লে এলাকা আবারও প্র্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। এই ঘটনা এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে নদী বাঁধ নির্মাণ ও তার উপর যোগাযোগের রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় কেলেঙ্কারি যে হয়েছিল তা বলার অপেক্ষায় রাখে না বলে মনে করে এলাকার মানুষ। জানা গেছে, মুচি ঘাটার মণ্ডলপাড়া এলাকায় ছড়ছড়ি খালের বাঁধের উপর যে যোগাযোগে রাস্তা তা তৈরি হয় তা সম্পূর্ণভাবে অবেজ্ঞানিকভাবে হয়েছে বলে অভিযোগ। ওয়াস্‌ট ব্যাকের টাকায় তৈরি এই বাঁধের ঢালাই রাস্তা অপরিকল্পিতভাবে ও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয় বলে অভিযোগ। যার ফলে ২০০ মিটার রাস্তা ধসে পড়ে। শেষ দপ্তরের আন্ডারে তৈরি এই রাস্তা ধসে পড়ায় এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছে। মাত্র তিন বছর আগে তৈরি এই যোগাযোগের রাস্তা ভেঙে পড়েছে। আর এই নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। আসলে পরিকল্পিতভাবে দুর্নীতি করে ওয়াস্‌ট ব্যাকের টাকা নয়য় করা আছে বলে অভিযোগ তুলছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য কালিপদ অধিকারী বলেন, ‘নদীবাঁধের উপর রাস্তা তৈরিতে



তৃণমূল সরকারের আমলে দুর্নীতি হয়েছে। তারই পরিণতি দেখা গেছে মণ্ডলপাড়া এলাকায়। অবেজ্ঞানিকভাবে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তাই ধসে পড়েছে। অবিলম্বে রাস্তা মেরামত না করলে এলাকার মানুষ সমস্যায় পড়বেন। বিশেষ করে বরো ধান চাষের সময় নদীতে জল ছাড়লে একদিকে আলু চাষিরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি এলাকা আবার নতুন করে প্র্লাবিত হয়ে যেতে পারে।’ এ বিষয়ে আরামবাগের মহকুমা শাসক খুশহালি সোলাঙ্কি বলেন, ‘বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। শেষ দপ্তরকে জানানো হবে যাতে দ্রুত কাজ শুরু হয়।’ সব মিলিয়ে তৃণমূলের আমলে এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসায় আবারও শোরগোল পড়ে গেছে হুগলি জেলা জুড়ে।

নদী ভাঙনের আশঙ্কা কালনার কিশোরগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নদী ভাঙনের আশঙ্কায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়াল কিশোরগঞ্জে এলাকায়। গত ৭দিন ধরে এলাকায় শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। আর তাতেই বিপদের মুখে পড়েছে নদীর পাশেই থাকা গুরুত্বপূর্ণ জেটি। জেটির সংলগ্ন অংশে ভাঙন শুরু হওয়ায় যেকোনও সময় জেটিটিও নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের আশঙ্কা, অবিলম্বে ভাঙন রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে জেটিটি। বিগত সরকারের আমলে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই জেটি। কিন্তু বর্তমানে নদীভাঙনের জেরে সেই জেটির



অস্তিত্ব নিয়েই তৈরি হয়েছে সংশ্ল। পাশাপাশি স্থানীয় এলাকায় থাকা একটি বিশ্রাম ঘর যেটি রয়েছে সেটিও নদী ভাঙনের ক্ষতির মুখে। যেখানে নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেওয়ার আগেই

প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। সময়মতো ভাঙন রোধের ব্যবস্থা না করা হলে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত জেটিটি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এখন দেখার, নদীভাঙন রূখতে প্রশাসনের তরফে কত দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।



হাওড়া জেলার সুলতানপুর-শ্যামপুর বন্ধুত্বীয় রঙ্গসেনার উদ্যোগে আয়োজিত লক্ষ্মী পূজা।

মিস্তির দোকানে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: লক্ষ্মীপূজোর আগে উৎসবের মরশুমে ব্যবসার প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে। ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে তৈরি করে রাখা হয়েছিল নানা ধরনের মিষ্টি ছিল একের পর এক অর্ডার। পাশাপাশি চপ, পনিরের পদ ও কুচুর তৈরির জন্য মজুত করা হয়েছিল আলু, পনির, বেসন, ময়দা ও একাধিক তেলের টিন। কিন্তু উৎসবের আনন্দের আগেই আচমকা আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গেল সমস্ত প্রস্তুতি। লক্ষ্মধিক টাকার ক্ষতির মুখে পড়ে কার্যত মাথায়া হাত দুর্গাপূরের সগড়ভাঙার মিষ্টি ব্যবসায়ী তপন সাউয়ের। শনিবার গভীর রাতে সগড়ভাঙার একটি মিস্তির দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনের তীব্রতায় দোকানের ভিতরে থাকা মিষ্টি, খাবার তৈরির বিভিন্ন উপকরণ এবং অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে দোকানের প্রচুর সামগ্রী আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় বেশ জনপ্রিয় এই মিস্তির দোকান। লক্ষ্মীপূজো উপলক্ষে মিস্তির চাহিদা থাকায় আগাম প্রচুর মিষ্টি তৈরি করে রেখেছিলেন দোকান মালিক। পাশাপাশি বিভিন্ন খাবারের অর্ডার সামলাতে প্রয়োজনীয় উপকরণও মজুত করা হয়েছিল। কিন্তু আগুনে সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙে যায়। পুড়ে নষ্ট হয়েছে মিষ্টি, খাবার তৈরির উপকরণ, তেলের টিন-সহ দোকানের একাধিক সামগ্রী।

ধর্ষণ করে খুনে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: নাবালিকার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার। ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ পরিবারের। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা থানা এলাকায় রবিবার সকালে একটি বাড়ির পিছন থেকে নাবালিকার অর্ধনগ্ন মুখ খেঁতালানো মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, শনিবার রাতে মেয়েকে নিয়ে স্থানীয় বাজারে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। মেয়ে বাস্‌বাবীদের সঙ্গে ঘোরাদুরি করবার পরে তার আর খোঁজ মেলেনি। রবিবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মায়ের অভিযোগ মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সন্দেহভাজন এক যুবকের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করেছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতাযন করা হয়েছে। নাবালিকা ও তার মা মামার বাড়িতে ছিল। নাবালিকা একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। রবিবার দুপুরে নিজদের হেপাজতে চেয়ে ধৃত প্রহ্লাদ দাসকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালো গাইঘাটা থানার পুলিশ। প্রহ্লাদ শনিবার রাতে আরও দুই ব্যক্তির সঙ্গে স্থানীয় একটি জায়গায় বসে মদাদান করছিল বলে স্থানীয় এক ব্যক্তি দাবি করেছেন। এই ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন তারা। বনগাঁ জেলা পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানলেন। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে এদিন আদালতে পাঠানো হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত থাকলে কাউকে ছাড়া হবে না। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে সঠিক ঘটনা জানা যাবে।

হুগলি জেলায় আয়োজিত ১৯তম সেরা পুজোর সন্মানের ফলাফল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: থিম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আজাদ হিন্দ ক্লাব, চাপাতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, বলাগড় সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, বন্ধু মহল ক্লাব এবং কেওটা ফুলবাগান উন্নয়ন সমিতি দুর্গাপূজা কমিটি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাবুগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, চাতরা গোদার বাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও চুঁচুড়া চৌমাথা সর্বজনীন দুর্গোৎসব। তৃতীয় স্থান পেয়েছে ১৯ পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ও যোগলটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। পরিবেশ বিভাগে প্রথম হয়েছে শিবপুর প্রদীপ সংঘ, দ্বিতীয় এমজি রোড জেলাপাড়া দুর্গোৎসব সমিতি এবং তৃতীয় কালিয়াগড় পূর্বপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি (টিএনএস ক্লাব)। ছোটদের পূজো বিভাগে সম্মানিত হয়েছে শুভ ও শুভর বন্ধুগণ।



এছাড়াও ‘সেরার সেরা’ বিভাগে সম্মানিত হয়েছে চকবাজার সর্বজনীন দুর্গাপূজো সমিতি, কেওটা অগ্রগামী সংঘ দুর্গোৎসব কমিটি, রামমন্দির সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং ঠাকুরগুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। কলকাতার পূজাগুলির মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কয়ার, অ্যালেন পার্ক (পার্ক স্ট্রিট) এবং পার্কেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট। উৎসবের আনন্দ, শিল্প-সংস্কৃতির উন্মাপন এবং পূজোর সেরা প্রতিভাকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে আরও একবার সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হল হুগলি জেলায় ‘সেরা পুজোর সন্মানে’। ১৯তম বর্ষের এই উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়বে, এমনটাই প্রত্যাশা উদ্যোক্তা ও পূজোপ্রেমীদের।



৬৫ বছরের ঐতিহ্য, পরম্পরা ও ভক্তির বন্ধন আজও অটুট। নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে চন্দ্রকোনার ভগবত্পুরের চক্রবর্তী পরিবারে পালিত হল মা লক্ষ্মীর আরাধনা। পরিবারের ঐতিহ্যবাহী পূজোয় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত দৌলুই।

আইবুড়োদের মঙ্গলকামনায় ‘আভড়াপুণেই’ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:

লক্ষ্মী পূজোর আবহে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় অবিহাতিত ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় রবিবার থেকে পালিত হচ্ছে দু’দিনের ‘আভড়াপুণেই’ উৎসব। সেই প্রাচীনকাল থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর দিন দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সুবর্ণরেখা নদীর দুই তীরে এই লৌকিক উৎসব ‘আভড়াপুণেই’ (অব্যুত ব্রত) পালিত হয়ে আসছে। এই উৎসবে কুমার পূর্ণিমা নামক ওড়িশার উৎকল সংস্কৃতির রীতি ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উৎসবে মা-ঠাকুরমারা অবিহাতিত ছেলেমেয়েদের মঙ্গলকামনা করেন। তাদের অবিহাতিত সন্তানরা যাতে ভবিষ্যতে ভালো জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনীপায় সেই কামনা করা হয়। এদিন বাড়িতে পিঠে, পায়সে, লুচি, সূজি, ক্ষীর-সহ নানা রকম নিরামিষ পদ তৈরি হয়। অবিহাতিত ছেলেমেয়েদের মুক্তি খাওয়া বারণ করা হয়। মুড়ি খেলে এই ব্রত ‘বুড়ি হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে। এদিন স্নান করে নতুন পোশাক বা নিদেনপক্ষে নতুন রেশম ঘুমসি কোমরে পরতে হয়। স্নানের পরে মায়েরা, ঠাকুরমা, দিদিমারা অবিহাতিত সন্তানের মঙ্গলকামনায় কপালে চন্দনের মঙ্গল টিকা পরিয়ে দেন। অনেক অবিহাতিত ছেলেমেয়েরা, যাদের বয়স একটু বেশী তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনে কার্তিকে মতো স্বামী বা লক্ষ্মী প্রতিমার মতো স্ত্রী পাওয়ার লক্ষ্যে সারাদিন উপবাস রেখে ব্রত করেন। কারো



কারো মতে, চাঁদের মতো সুন্দর জীবন সঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী পাওয়া এই ব্রতের লক্ষ্য। পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হওয়ার পর তুলসী গাছে জল ঢেলে এই ব্রত শেষ হয়। ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় অনেক ক্ষেত্রে মায়েরা তুলসী গাছে জল ঢালেন। আগেকার দিনে মা-ঠাকুরমা এদিন অবিহাতিত ছেলেদের আশীর্বাদ করে বলতেন, ‘পো মানেকার নিশ বাড়’ অর্থাৎ ছেলেদের গোঁফ বাড়ুক, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বলতেন ‘বি মানেকার আইস বাড়’ অর্থাৎ মেয়েদের আয়ু বাড়ুক। আজকের আধুনিক জীবনের ছোঁয়ায় আভড়াপুণেইয়ের আচারের জৌলুস অনেকটা ফিকে হয়েছে। লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. মধুপ দে’র আক্ষেপ, ‘মানুষের শেকড়ের সাথে জড়িত এই উৎসবগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এই সব লৌকিক উৎসবগুলোকে আমাদের যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। উৎসবগুলোর মধ্যে প্রাণের ছোঁয়া রয়েছে।’

পোড়ামাটির মন্দিরে লক্ষ্মী ঠাকুরের অনন্য রূপ বালিতে শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য আজও অমলিন

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: বাংলার প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম আকর্ষণ পোড়ামাটির সুস্বন্দ্র কারুকার্য। মন্দিরের গায়ে ফুটে ওঠা দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক কাহিনি এবং শিল্পীদের নিপুণ হাতের কাজ আজও বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তেমনই এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বালি-দেওয়ানগঞ্জের রাউতপাড়ায়। রাউত পরিবারের শতাব্দীপ্রাচীন দুর্গা মন্দির শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্র নয়, প্রাচীন বাংলায় শিল্পকলা ও মন্দির স্থাপত্যের এক বিশেষ আকর্ষণও বটে। আর এই মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকরণের মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ে দেবী লক্ষ্মীর এক বিরল ভাস্কর্য।

স্থানীয় ঐতিহ্য ও মন্দিরের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতার এই প্রাচীন শিব-দুর্গা মন্দিরটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগ থেকে শুরু করে দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে দেবীকে পদধূঁড়ির ডাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলকে ফুটিয়ে তোলা



শিল্পসম্ভারের মধ্যেই শিব ও দুর্গার পাশাপাশি দেবী লক্ষ্মীর মূর্তি মন্দিরটিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। এই মন্দিরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেবী লক্ষ্মীর ভাস্কর্য। প্রচলিত লক্ষ্মীমূর্তির পরিচিত রূপের পাশাপাশি এখানে দেবীকে পদধূঁড়ির ডাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলকে ফুটিয়ে তোলা

এই অবয়ব প্রাচীন শিল্পীদের কল্পনাশক্তি, নান্দনিক বোধ এবং কারিগরি দক্ষতার পরিচয় বহন করে। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে দেবদেবীর নানা রূপের উপস্থিতি দেখা গেলেও, পদধূঁড়ির ডাঁটা হাতে দাঁড়ানো লক্ষ্মীমূর্তিটি এই মন্দিরের বিশেষ আকর্ষণ। সুস্বন্দ্র কারুকার্যের মধ্য দিয়ে দেবীর অবয়বকে ফুটিয়ে তোলার এই শিল্পরীতি

মন্দিরটির ঐতিহাসিক ও শিল্পতাত্ত্বিক গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাউত পরিবারের এই প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ঐতিহ্য। কোজাগরী পূর্ণিমা এবং দীপাঘিটা আমাবস্যার দিনে মন্দির চত্বরে ঐতিহ্যবাহী রীতি মেনে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। লক্ষ্মীপূজাকে কেন্দ্র করে দেবীকে স্মরণ করা, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা এবং পারিবারিক ধর্মীয় পরম্পরাকে ধরে রাখার মধ্য দিয়ে এই মন্দিরের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বাঙালির ঘরে ঘরে সমৃদ্ধি ও মঙ্গলকামনার এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। অনাদিকের দীপাঘিটা আমাবস্যাত্তেও দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই দুই তিথিতে প্রাচীন মন্দির চত্বরে পূজার আয়োজন বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে। সমগ্রের পরিবর্তন ঘটলেও পারিবারিক ঐতিহ্য ও দেবী আরাধনার এই পরম্পরা মন্দিরটিকে আজও স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। সবমিলিয়ে ঐতিহ্যস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিল্পকলার মেলবন্ধনে রাউতপাড়ার এই মন্দির আরামবাগ মহকুমার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।



সোমবার • ২৬ অক্টোবর ২০২৬ • পেজ ৮



ডিমেনশিয়া বা চিত্তভ্রংশ নিঃশব্দে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ



ড. গৌতম সরকার

আধুনিক যুগ হল 'গতির যুগ', সেখানে জেটগতির দুনিয়ার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। আর তার থেকেই সৃষ্টি হয় নিত্য নতুন চাপ। যদিও ডাক্তারি মতে 'চাপ' আর 'স্ট্রেস' এক কথা নয়। কোনও কোনও চাপ যখন একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে যায়, তখন সেটা 'স্ট্রেস' নামক এক রোগে পর্যবসিত হয়। এই প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী গিলার্ড-এর বিশ্লেষণ হল, রোগজার কাজের চাপে শারীরিক শক্তির খরচ হওয়ার ঘটনাটি স্বাভাবিক অভিযোজন ক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে, অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় রোগজার দায়িত্বের সাথে আমাদের কর্মক্ষমতা পরিমিত অনুযায়ী বদলাতে থাকে। তাই অফিসে অতিরিক্ত কাজের চাপ, বা পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তের পুনঃপাঠ আমাদের শরীর ও মন সম্পূর্ণ করতে পারে। তবে সবকিছু একটা মাত্রা পেরুত ঘটানো সম্ভব। সেই মাত্রা বা সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলে সেটি আর চাপ থাকে না, স্ট্রেসে পরিণত হয়। স্ট্রেস যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, একটা সময় শরীর ও মনের মধ্যকার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এর পরিণতিতে সামান্য 'অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম' থেকে বিষয়টি মারাত্মক 'সাইকোসিস সমস্যা'-র সৃষ্টি করতে পারে, যেটি কালক্রমে 'ডিমেনশিয়া' বা 'চিত্তভ্রংশ' রোগে পরিণত হয়।

অলঙ্কার বেড়ে চলেছে ডিমেনশিয়া রোগীর সংখ্যা। বিশ্বাস আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'ল্যানসেট' জানাচ্ছে, ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষের কাছাকাছি, এবং আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ ওই সংখ্যা বেড়ে হবে ১৫ কোটি। এই নিরিখে ভারতবর্ষের অবস্থাও খুব উদ্বেগজনক। প্রকাশিত ওই গবেষণাপত্রের বলা হয়েছে, ২০৫০ সালে ভারতবর্ষে ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত হবে প্রায় এক কোটি চৌদ্দ লক্ষেরও বেশি মানুষ। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ।

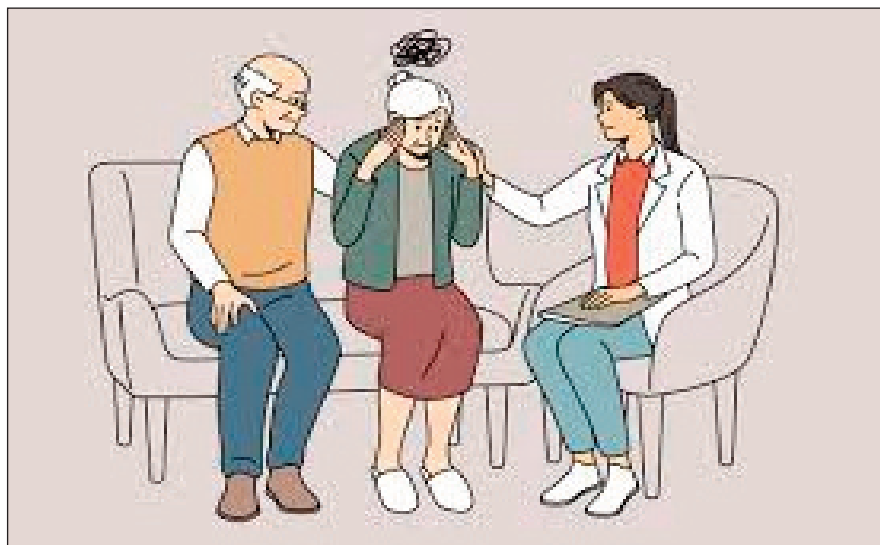
ডিমেনশিয়া-র প্রাথমিক বিস্তার খুবই ধীরে ধীরে হয়, ফলে এই রোগ ধরা পড়তে অনেকটা সময় লেগে যায়। যখন কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়, তখন কতকগুলি সাধারণ উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সাম্প্রতিক ঘটনা, পরিচিত মানুষের নাম ও চেহারা ভুলে যাওয়া;

জিনিসপত্র সঠিক জায়গায় না রাখা; একই কথা বা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা; কথার খেঁচি হারিয়ে ফেলা; হতাশা, নিদ্রাহীনতা, অস্থিরতায় ভোগা; ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের অকস্মাৎ পরিবর্তন;

চিত্তাশক্তি কমে যাওয়া; সময় সম্বন্ধে আন্দাজ হারিয়ে ফেলা, অল্পেতে বিমর্ষ ও মর্মাহত হয়ে পড়া, অতীতের পছন্দের বিষয়গুলিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, ইত্যাদি। চিকিৎসকদের মতে এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রুগী বিষণ্ণ ও উদাসীন হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ের উপসর্গগুলি হল অধীরতা, অল্পে রেগে ওঠা, বিভ্রম এবং ভুল বোকা।

দেখা দিতে পারে। এছাড়াও আরও যেসব কারণে এই রোগ হতে পারে সেগুলি হল, দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান ও মদ্যপান, আলঝেইমার্স, ভিটামিন-বি১ অভাব, কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, মস্তিষ্কের রোগ ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল মানুষ ভুলে যায় কেন? যে অঞ্চল দিয়ে স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে বলা হয়, হিপোক্যাম্পাস। এই প্রবেশপথের উপরেই ডিমেনশিয়া রোগটি আক্রমণ করে। এর ফলে হিপোক্যাম্পাস গুলিয়ে ছোট হয়ে যায়।



অন্তিম পর্যায়ের উপসর্গগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- অসংযম, চলাফেরায় অসুবিধা, মুখে খাবার নিয়ে বসে থাকা এবং পেশিতে শিথিল।

বিজ্ঞানীদের মতে মানুষ এখন আগের তুলনায় বেশি দিন বাঁচে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিবিসি-র স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদদাতা জেমস গ্যালাহার-এর মতে, প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে বংশগত কারণ ছাড়াও বার বার স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে, মস্তিষ্কে সংক্রমণ ঘটলে, কিংবা থাইরয়েডের মতো হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা ভিটামিনের অভাবেও এই রোগ

হিপোক্যাম্পাস যখন সুস্থ থাকে তখন সে সব স্মৃতি গুলিয়ে রাখার কাজ সূত্ৰভাবে করে। কিন্তু সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্মৃতি ধরে রাখার কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। তখন মানুষ তার সাম্প্রতিক স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। তবে অতীতের স্মৃতিগুলো পরিষ্কার মনে থাকে, কারণ সেইসময় হিপোক্যাম্পাস সুস্থ থাকায় স্মৃতিগুলো গুলিয়ে রাখ তে পারেনি।

আলঝেইমার্সের সঙ্গে এমিলয়েড প্রোটিনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত পরিমানে এই প্রোটিন জমা হওয়ার কারণে মস্তিষ্কে কোষসমূহের মৃত্যু ঘটে। এই এমিলয়েড বিটা প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারলে

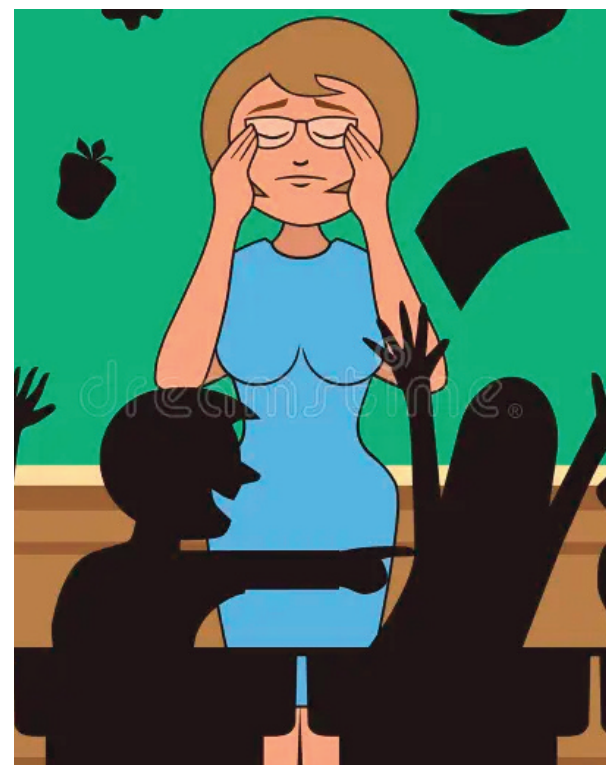
মস্তিষ্কের কোষগুলোকে রক্ষা করে রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব হয়। তবে মানুষের মস্তিষ্ক হল এক জটিল কারখানা। ১০০ বিলিয়নেরও বেশি নিউরনের জটিল জ্যামিতির ততোধিক জটিলতর মেকানিজম বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সবটা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রোগের উপসর্গ চিনে চিকিৎসা শুরু করার আগেই রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে রোগের প্রকোপ বয়স্কদের মধ্যেই বেশি দেখা গেলেও অল্পবয়সীরাও এই রোগের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। সম্প্রতি কমবয়সীদের অতিরিক্ত 'ওয়ার্ক প্রেসার' স্ট্রেস বাড়িয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে রোগটির প্রকোপ কমানো যায়, কিন্তু পুরোপুরি নিরাময় হয়না। রোগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু পরীক্ষা আছে, মূলত সেই পরীক্ষায় রোগীর বৌদ্ধিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়। 'মিনি-মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন' এইরকম একটি বৌদ্ধিক কার্যকারিতা মূল্যায়নের পরীক্ষা। এছাড়া রুগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা, মস্তিষ্কের এমআরআই বা সিটি স্ক্যান, ইইজি বা ইলেক্ট্রো-এসেফাগোগ্রামের মাধ্যমে চিকিৎসা চালানো হয়। তবে ওষুধ ও চিকিৎসায় খুব উৎসাহবঞ্জক ফলাফল পাওয়া যায়না। ডাক্তাররাও বলেন, এসব রুগীর ক্ষেত্রে ওষুধের চেয়ে যত্ন ও সহমর্মিতা বেশি জরুরি। ডাক্তার, নার্স, পরিবারের লোকজনের ধৈর্য ও সেবা রোগীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে চাপা রাখতে সাহায্য করে।

মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা যেদিন থেকে জটিল ও জটিলতর হতে শুরু করেছে, মানুষের চাহিদা ও ভোগ বাড়তে বাড়তে আকাশ ছুঁতে চেয়েছে এবং আরও আরও অর্থ উপার্জনের ইদুর দৌড়ে সামিল হয়েছে, তখন থেকেই অতিরিক্ত কাজের চাপ, স্বপ্নপূরণ করতে না পারার হতাশা, চাকরিতে প্রোমোশনের টেমশন, বার্ষিক টার্গেট পূরণ করতে না পারার ভয়, এইরকম একাধিক কারণে ডিমেনশিয়া রোগটি মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। ১৯০৬ সালে রোগটির কথা প্রথম উল্লেখ করেন জার্মান চিকিৎসক আলোইস আলঝেইমার। স্মৃতি হারিয়ে ফেলা এক মহিলা মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, মৃতদেহের মস্তিষ্কটি প্রায় শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে নিউরন এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষে বেশ কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারপরই শুরু হয় এই রোগ এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে গবেষণা। সবথেকে বড় কথা, বিশ্বের খুব কম দেশেই এই রোগ এবং রুগীদের নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যার পরিণতিতে পৃথিবীব্যাপী রোগীর সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র হিসেবমতো বর্তমানে সারা বিশ্বে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। 'আলঝেইমার্স অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডারস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'-এর ২০২০ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে ষাট বছরের উর্দে প্রায় ৫৩ লক্ষ মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। ২০২০ সালের ন্যানোসেটের রিপোর্ট বলছে, চল্লিশ শতাংশের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকোপ কমানো যেতে পারে। তবে তার জন্য ওষুধ ও ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াও সুস্থ ও সংযমী জীবনযাপন এবং সুযম খাদ্যাভ্যাস বেশি প্রয়োজনীয়। আর একটি বিশ্বাস আছে আমাদের মতো কাজ করছে। অর্থাৎ আপনার হৃদয়ে ধীরে ধীরে আসছে? এসবই অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রার ফল। এই অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রার আর একটি রোগ হলো দৈহিক ওজন বৃদ্ধি। প্রত্যেক মানুষের উচ্চতা অনুযায়ী একটা ওজন ধরা হয়েছে, যাকে আদর্শ ওজন বলে। আদর্শ ওজন যখন বাড়ে, তখন অত্যধিক মোটা বা স্থূলতা দেখা যায়। অতিরিক্ত স্থূলতাও অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের ফল। অতিরিক্ত মোটা হওয়ার প্রভাব পরে শরীরের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে। যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হৃদ্রূপ সমস্যা, কোমড়ের সমস্যা, পিচের সমস্যা — ক্রমে ক্রমে আপনার পঙ্গু করে দিতে পারে।

বেশিরভাগ রোগের কারণ অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন



ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রোগ, তাহলো লাইফ-স্টাইল ডিজিজ বা জীবন যাত্রা জনিত রোগ। এর প্রধান কারণ আমাদের অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন। আমাদের দেশ মুনি-ঋষিদের দেশ। মুনি ঋষিরা শৃঙ্খলা বদ্ধ জীবন যাপন করতেন। সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে শরীর চর্চায় মনোযোগী হতেন। প্রয়োজন ছিলো না জিমের (Gym)। শুরুতে সূর্য নমস্কার, তারপর বিভিন্ন যোগ অভাস করতেন। বিভিন্ন রকম ক্রিয়া-র মাধ্যমে শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গের যত্ন নিতেন। পরিমিত আহার, উপযুক্ত পরিমাণে জল পান তাদের সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করতো।*

কিন্তু আজকের সমাজ জীবনের চিত্র ভিন্ন। বলা হয় আমরা আধুনিক হয়েছি। কিন্তু আধুনিকতার সংজ্ঞা যদি হয় অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, তবে তা আধুনিকতার চরম পরিহাস। সুস্থ ভাবে আমরা সবাই বাঁচতে চাই। কিন্তু সুস্থ জীবনযাপনের শর্ত কি আমরা পালন করি? আধুনিকতার নামে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা করছি না তো? আমরা জানি মানুষের জীবন যাপনের জন্য অতি আবশ্যক পানীয় জল এবং বিশুদ্ধ বায়ু। এই দুটি উপাদান ছাড়া আমরা কি এক দশতও বাঁচতে পারাবো? সোজা উত্তর 'না'। অথচ এই দুটো উপাদান আমরা প্রকৃতি থেকে বিনামূল্যে পেয়ে থাকি। আর বিনামূল্যে পাই বতাই কি তাকে মূল্য দিই না। এটাই বাস্তব সত্য। আমাদের সকলের এটা নিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে।

সুস্থ জীবনযাপনের অন্যতম শর্ত সঠিক খাদ্যাভ্যাস। আধুনিকতার নামে আমরা নামী দামী রেষ্টুরেন্টে লাঞ্চ করি, ডিনার করি। আমরা বাড়ীর তৈরী খাবার খাচ্ছি কি? অথচ আমাদের ছোটবেলায় মা ঠাকুরার হাতের রান্না খেয়ে বড় হয়েছি। আর এখন রেষ্টুরেন্টগুলি আমাদের মুখে কি খাবার ভুলে দিচ্ছে, তাতো সরকারি খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের আচমকা হানায় পরিকার। কয়েক বছর আগেও কোলকাতার ভাগ্যবানের মরা মাংস এবং বিভিন্ন পোলট্রির মরা মুরগীর মাংস বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে সরবরাহ করার একটি চক্র সক্রিয় ছিলো। তাই একেবারে ছোটো বেলা থেকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে পরে পুষ্টির খাদ্য। খাদ্যের যে ছয়টি উপাদান আছে তা উপযুক্ত পরিমাণে সঠিক অনুপাতে যে খাদ্যে থাকবে, তাহলো পুষ্তিকর খাদ্য। খাদ্যের যেকোনও এক বা একাধিক উপাদানের অভাব হলে দৈহিক নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন ধীরে ধীরে শরীরের ভিতরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের উপর প্রভাব পরে। প্রথমদিকে তা আমরা গুরুত্ব দিই না। কিন্তু তা ধীরে ধীরে শরীরের হৃদপিণ্ড, বৃক্ক, অগ্ন্যায়ু ইত্যাদি আন্তর্যন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। আমরা যদি সঠিক সময়ে যত্ন না নিতে পারি, তবে অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। যে অঙ্গগুলি আমাদের সুস্থ ভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে, যেমন হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত ইত্যাদি কি কোটি টাকা দিলেও কিনতে পাওয়া যাবে? এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির কখনো আপনি বা আমরা যত্ন কি নিয়েছি? অনেক সময় আপনাকে দেখে অনেকে হয়তো বলতে পারে, 'কি রে এখনই 'বুড়িয়ে' যাচ্ছি? এই 'বুড়িয়ে যাওয়া' অর্থ কি? এর অর্থ হলো, আপনার যদি বয়স ৪০ বছর হয়, তবে দেখা যাবে, আপনার হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার ইত্যাদি অঙ্গের কার্যকারিতা ৫০-৫৫ বছরের মানুষের মতো কাজ করছে। অর্থাৎ আপনার অয়ু ফুসফুসের কমে আসছে? এসবই অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রার ফল। এই অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রার আর একটি রোগ হলো দৈহিক ওজন বৃদ্ধি। প্রত্যেক মানুষের উচ্চতা অনুযায়ী একটা ওজন ধরা হয়েছে, যাকে আদর্শ ওজন বলে। আদর্শ ওজন যখন বাড়ে, তখন অত্যধিক মোটা বা স্থূলতা দেখা যায়। অতিরিক্ত স্থূলতাও অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের ফল। অতিরিক্ত মোটা হওয়ার প্রভাব পরে শরীরের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে। যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হৃদ্রূপ সমস্যা, কোমড়ের সমস্যা, পিচের সমস্যা — ক্রমে ক্রমে আপনার পঙ্গু করে দিতে পারে।

এর থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হলো জীবন ধারার পরিবর্তন করা। আগেই বলেছি যেকোনও জীবের বাটার অন্যতম শর্ত হলো পানীয় জল। আমরা কি পরিমাণ মতো জল পান করি বা জানি আমাদের প্রতিদিন কতটা পরিমাণ জল পান করা উচিত? আমরা জানিনা জল খাওয়ার পদ্ধতিও। জল তুষ্যা পেলে বর্তমানের রেওয়াজ হলো বোতল ধরে ডগ ডগ করে গলীয় জল ঢেলে দেওয়া। এটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি! ২০ কেজি ওজন প্রতি এক লিটার জল খাওয়া উচিত। অর্থাৎ একজন ৬০ কেজি ওজনের মানুষকে প্রতিদিন ৩ লিটার জল পান করতে হবে। একবারে ৩০০ মিলি লিটার করে ম্যনতম এক ঘন্টা অন্তর সারাদিনে তিন লিটার জল শেষ করতে হবে। তবে যাদের কিডনির সমস্যা রয়েছে, তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ মতো জল পান করা উচিত।

আমরা এখন প্যাকেটজাত খাবারে আসক্ত হয়ে পড়ছি এবং আমাদের ছেলেমেয়েদেরও তা কিনে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। কিংবা আমরা রেষ্টুরেন্টের খাবার বেশী পছন্দ করছি। কিন্তু আমরা বিস্মৃত জাতি। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চাইনা। যেমন ধরুন কয়েক বছর আগে কোলকাতার ভাগাড়ের মরা জীবজন্তুর মাংস এক শ্রেণির অসুখ ব্যবসায়ী তুলে নিয়ে রেষ্টুরেন্টে সরবরাহ করতো। আমরা তাই চর্বাচ্চু করে গলাধরুণ করতাম। সম্প্রতি কোলকাতা সহ গোটা রাজ্যে ছোটো, মাঝারি এবং বড় রেষ্টুরেন্টে খাদ্য দপ্তর এক অভিযান চালায়। তাতে বাংলার রেষ্টুরেন্টের পটা গলা চেহারা বেড়িয়ে পরে। আর এই সব খাবার আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। নষ্ট করে দিচ্ছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ফলে আমরা বিভিন্ন লাইফ স্টাইল জনিত রোগের শিকার।

